

## পরাজিত আজ কেবলই বাংলাদেশ !

-জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

প্রিয় বাংলাদেশের আজ যে কি বিষম ভয়াবহ অবস্থা, সে বিষয়ে হাজার মাইল দূরে বসবাসরত বাঙালীরা ও অবগত। ইন্টারনেটের সুবাদে বাংলাদেশের প্রতিদিনকার সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার খবর সাথে সাথে প্রবাসীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগে ও কেউ ধারণা করতে পারেনি, বাংলাদেশে ও একদিন সুইসাইড বোমাবাজ ইসলামী জঙ্গিরা আঘাত হানবে। বরং, যাঁরা এসব বিপদ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য কে আমরা এই বলে বাতিল করেছি যে, সে গুলি " বাংলাদেশ বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ", 'ভারতের চক্রান্ত' ইত্যাদি। আজ প্রমাণিত হচ্ছে, ইসলামী জংগীদের অস্তিত্বকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে অস্বীকার করে আমরা দেশের কোন উপকার তো করতেই পারিনি, বরং যা করেছি সেটি হচ্ছে কেবলমাত্র আত্ম প্রবঞ্চনা। বোমারু জংগীদের দখলে আজ বাংলাদেশ। সারা দেশে রয়েছে তাঁদের নেটওয়ার্ক। প্রতিদিন ঘোষণা দিয়ে বোমা ফাটাচ্ছে তারা 'আল্লাহর আইন' কায়েম করবে বলে। অবস্থার কী রাতারাতি পরিবর্তন!

আমরা গর্ব করতাম পৃথিবীর সেই জাতি বলে, যাঁরা মাতৃভাষা ও স্বাধীনতা কে রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আজ সেই বীর বাঙ্গালীর জাত প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে জংগীদের বোমাতে। ভাবা যায়, এ দেশটি ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করেছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বুকে ধারণ করে! এতদিন যা শুনতাম ইস্রাইল, প্যালেস্টাইনে ঘটতো, এখন দেখছি- প্রতিদিন তা ঘটছে আমাদের অতি প্রিয় বাংলাদেশে। বাংলাদেশে ধৃত ইসলামী সুইসাইড স্কোয়াডের তরুণ আজ বলছেঃ 'আমি বাঁচতে চাই না। মরে গেলে ভাল হত। শহীদ হতে পারতাম।'

বাংলাদেশের এমন অবস্থায় আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে মুক্তচিন্তার লড়াকু সৈনিক প্রয়াত অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের কথা। মৌলবাদের নিষ্ঠুর আগ্রাসনে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো যে খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে, এ কথা হুমায়ূন আজাদের মত এত গভীর ও সত্য ভাবে আর কোন বুদ্ধিজীবী টের পেয়েছিলেন কি না আমার সন্দেহ হয়। সম্ভবত সে কারণেই আজাদের শত্রু পক্ষ তাঁকে চিনতে ভুল করেনি। "আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম?" প্রশ্ন করেছিলেন হুমায়ূন আজাদ। না, আমরা কেউ এমনটি চাইনি। তবু ও কেন এমনটি হয়ে গেল? কার দোষে? কার পাপে?

কেউ বলবেন, এজন্য দায়ী বিএনপি। কেউ বলবেন, না, আওয়ামী লীগ। কেউ কেউ হয়তো অন্যান্য দলের নাম করবেন। আমি বলবো, এ জন্য দায়ী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল গুলোর সামগ্রিক ব্যর্থতা। বাংলাদেশের সুন্দর ভবিষ্যত প্রশ্নে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির কোন দায়ভাগ থাকার কথা নয়। যারা বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই স্বীকার করেনি, তাঁরা বাংলাদেশের পরাজয় দেখে ব্যথিত হবে, এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু দেশ মাতৃকা রক্ষার্থে যাঁরা এক সময় জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছেন, তাঁরা যুদ্ধের মাঠের বাইরে এসে কেন বদলে গেলেন? বড় দুই দলেই তো মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা একেবারে কম নয়। তবু ও কেন এই হতভাগা দেশটিকে তাঁরা রক্ষা করতে পারছেন না? নাকি, একাত্তরের যুদ্ধ ছিল কেবল সাময়িক আবেগের প্রকাশ? আজ কেন, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বিবেক আটকে আছে দল ও ক্ষমতার বলয়ে? একাত্তরে দেশ রক্ষার লড়াইয়ে যে মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন একে অপরের বন্ধু/সহযোদ্ধা, তাঁরা কেন আজ বিভক্ত যখন তাঁদের প্রিয় বাংলাদেশ তাঁদেরই চোখের সামনে গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে?

ভারতে পাঁচ বছর থাকাকালীন সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনের একটা ব্যাপার খুব লক্ষ করতাম। কংগ্রেস ও বিজেপি আপাত দৃষ্টিতে একে অপরের শত্রু হলে ও জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তারা কখন ও দ্বিধা বিভক্ত হয় না। যতই কাড়াকাড়ি বা, মারামারি তাদের মধ্যে থাকুক, কোন প্রসঙ্গে যদি কাশ্মীর ইস্যু আসে, মুহূর্তের মধ্যে দু দল এক হয়ে বলবেঃ "কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ"। কাশ্মীর আসলেই ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' কি-না, সে বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। আমি কেবল ভাবছি, বাংলাদেশে এমন একটি ও কি ইস্যু নেই, যেটিতে আমাদের দু'নেত্রী একত্রিত হতে পারেন? সমগ্র বাংলাদেশ আজ জ্বলছে। এর চেয়ে বড় ইস্যু আর কি হতে পারে? হয়তো তাঁদের টনক নড়বে না কোন দিন, কারণ-জংগীবাদের আঘাতে আজ যা ক্ষত বিক্ষত, তা বিএনপি ও নয়, আওয়ামী লীগ নয়। পরাজিত আজ কেবলই বাংলাদেশ!

নিউ ইয়র্ক

০২ ডিসেম্বর ২০০৫